Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 472 – 477
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

মৌলবাদ, জাতীয়তাবাদ, সংস্কৃতি

ড. কুন্তল সিনহা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
যামিনী রায় কলেজ, বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া
ইমেইল : kuntal.pothik@gmail.com

Keyword
আত্মসংকল্প, উদারতাবাদ, পুরুষতন্ত্র, বিশ্বায়ন, পুনর্জন্ম, জাতীয়তাবাদ, প্রোটো নেশন, পুনর্জাগরণ, এথনো ন্যাশনালিজম।

Abstract
Fundamentalism is identified as a major problem in the modern world. Fundamentalism expressed through patriarchy, religious, nationalism, ethnicity. When fundamentalism is used politically it gives rise to cultural and ethnic fundamentalism. Nationalist fundamentalism is the anti-reactive construction of nation in relation to existing social organization, as identified by familiar and essential practices and beliefs that seek to purify and perpetuate nation through identification with outsiders. The nation is thought of as an anti-modern religious state as opposed to a multi-ethnic modern state. The process of fundamentalism is dualism: the dual categories of right and wrong, good and evil are established by elites. A favourite fantasy of fundamentalism in the language of politics is totalitarianism characterized by ideological control. The fundamentalist formula includes a theologian's call for a return to an age of social and theological justice, and an antiquated alternative to evil. Nationalism is a deceptive concept and a set of political assumptions founded on the strength of political power and the fierceness of self-determination. Masses or power relations set the stage for political programmes that are essentially described by nationalist narratives. It incorporates traditional principles into modern social life and completely rejects any social responsibility criticism. Culture is an essential component of individual and collective identity that resonates politically in virtually all societies. Culture is the context in which our individuality is made meaningful. Where culture is repressed as in colonial relations. Strategies for the recovery of culture and the resurgence of political power flowing from culture are part of a colonial narrative.

Discussion
মৌলবাদ আধুনিক বিশ্বের একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। যদিও মৌলবাদ আধুনিক যুগের আদর্শগত ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। আধুনিক বিশ্বে মৌলবাদ যে সমস্ত প্রকৃতির মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হচ্ছে সেগুলি হল পিতৃতন্ত্র, ধর্মীয় গোঁড়ামি, জাতীয়তাবাদ, জাতিসত্তা।

মৌলবাদ কীভাবে মতাদর্শ, ব্যক্তিপরিচয় এবং জাতীয়তাকে রূপ দেয়? মৌলবাদকে যখন রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হয় তখনই তা জাতিগত এবং সাংস্কৃতিক মৌলবাদের জন্ম দেয়। যা ঐতিহাসিক ও জাতীয়ভাবে নির্ধারিত পরিচয় শুধুমাত্র তখনই বৈধ হিসাবে গণ্য হয় যখন সাংস্কৃতিক, আদর্শগত এবং সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় জন্মগত চিহ্ন বা রক্তের বিশুদ্ধতার প্রশ্ন তোলা হয়। মৌলবাদী বক্তব্যের এই রূপটি আত্মসংকল্পের কিছু দাবিকে সামনে রেখে আবির্ভূত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী মৌলবাদ হল বিদ্যমান সামাজিক সংগঠনের সাথে সম্পর্কিত জাতির বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল নির্মাণ, পরিচিত ও অপরিহার্য অনুশীলন এবং বিশ্বাসের দ্বারা চিহ্নিতকরণ হিসাবে যা বহিরাগতদের মধ্যে শনাক্তকরণের মাধ্যমে জাতিকে বিশুদ্ধ ও স্থায়ী রূপ দিতে সদা সচেষ্ট। জাতির রাজনীতি ও সামাজিক বিশুদ্ধতা রক্ষায় এই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলো আদর্শ হিসাবে কল্পনা করা হয় এবং পুলিশি উপায়ে প্রয়োগ করা হয়। মৌলবাদ বহুজাতিক আধুনিক রাষ্ট্রের তুলনায় আধুনিকতা বিরোধী ধর্মীয় রাষ্ট্রের অন্তর্গত হিসাবে জাতিকে গণ্য করে।

ধর্মীয় মৌলবাদ কঠোরভাবে ঐতিহ্যকে আলোকিত করে যা তার অনুগামীদের দ্বারা অলঙ্ঘনীয় হিসাবে বিবেচিত হয়। মৌলবাদের প্রক্রিয়াটি হল দ্বৈতবাদ: সঠিক এবং ভুল, ভাল এবং মন্দের দ্বৈত বিভাগগুলি অভিজাতদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা এই দ্বৈততার সঙ্গে পরিচিত অথচ তা থেকে বিচ্যুত তাদের জন্য বিচার ও নিষেধাজ্ঞা নির্ধারণ করে। রাজনীতির ভাষায় মৌলবাদের প্রিয় কল্পনা হল সর্বগ্রাসীতা যা আদর্শগত নিয়ন্ত্রণ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। মৌলিক এর সংজ্ঞার সাথে সাযুজ্য রেখে মৌলবাদের প্রকৃতি নির্ধারিত হয় ও কার্যকর করা হয়। মৌলবাদী প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসাবে 'অপরিহার্য', 'প্রাথমিক' এবং 'মূল'কে ধরা হয়। মৌলবাদ সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য যা অপরিহার্য, প্রকৃত ও মৌলিক তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি জবরদস্তিমূলক পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। এটি একটি কর্তৃত্ববাদী সামাজিক-রাজনৈতিক নির্দেশনামা ও বিশেষভাবে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত যা মৌলবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মৌলবাদের আবির্ভাবের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক মাত্রা ও দিক রয়েছে –

> "In the westernized First World, we have experienced five hundred years of colonialism and nearly two hundred years of industrial capitalism. The last century is marked by accelerated rates of change. Sources of change are multiple and interactive with the shortening of distances through changes in transportation and communications technologies; the heightened contact of cultures and ideas; the growth, centralisation and concentration of business and corporations; increased dependence on low wages and urbanization; intermittent war and ongoing conflict; the rise of individualism; new social movements; and the breakdown and reconstitution of community along new (and old) lines being among the most significant causes and effect of transformation."[১]

মৌলবাদ মূলত একটি সমগ্র পরিকল্পনা বা প্রক্রিয়া কিন্তু ততটা রাষ্ট্রের জাতীয় জীবনের সমস্যা সম্পর্কিত নয়। এবং এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল বৈশিষ্ট্যগুলিকে আত্মস্থ করে নেয় যা মতাদর্শ, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক প্রথা এবং লিঙ্গ সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ের সাথে বিভিন্নভাবে মোকাবিলা করে। এবং তাদের কর্তৃত্বকে বিতর্কের বাইরে তর্কাতীত বিষয় হিসাবে উপস্থাপন করে। মৌলবাদী সূত্রের মধ্যে রয়েছে একজন ধর্মপ্রচারকের আহ্বান, যেখানে জনগণকে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য, সামাজিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ন্যায়পরায়ণতার যুগে ফিরে আসার জন্য আহ্বান করা হয় এবং প্রাচীন যুগকে বর্তমান মন্দের বিকল্প হিসাবে জাহির করা হয়।অতীতের যুগে প্রত্যাবর্তন হল এমন একটি স্বর্গীয় ব্যবস্থায় আস্থা, যার সাথে সুস্পষ্ট সাংস্কৃতিক এবং বিশ্বাসের সম্পর্ক রয়েছে এবং যার মধ্যে রয়েছে ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ অভিভাবক হওয়ার বাসনা।

মৌলবাদীরা যে মৌলবাদের উপর জোর দেয় তা সবসময়ই বর্তমানকে অতীতের দিকে ঠেলে দেয় এবং নিজেদের পবিত্র ইতিহাসের প্রাথমিক এবং বিশুদ্ধতার উপর আলোকপাত করে। কারও মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য এবং অন্যদের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করে এগুলি সীমানা নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা হয়। পুরাণ ও নস্টালজিয়ার মাধ্যমে মৌলবাদীদের দ্বারা বর্ণিত পূর্ব ঐতিহ্যের ইতিহাস জাতীয় পুনরুজ্জীবনের জন্য সামাজিক নির্দেশনামা হয়ে ওঠে এবং

এর অনুশীলন সীমানা ও আচরণকে শক্তিশালী করে। মৌলবাদের আখ্যানগুলি জাতীয় আখ্যানের মতোই বিশেষ এবং নির্দেশমূলক। অতীতকে ব্যাখ্যা ও মহিমান্বিত করার জন্য এবং বর্তমানের অনুশীলনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের কর্মসূচি তৈরি করার জন্য প্রত্যেকে বাছাই করা ইতিহাস এবং একটি নির্দিষ্ট ধর্মতত্ত্বের প্রতিনিধিত্ব করে। 'Contesting Fundamentalisms' বইতে পাই –

> "A fundamentalist process is designed to safeguard the interests of the harassed; it arises especially at times of ideological uncertainity and retrieves a 'historic vision' of the national or cultural self."[২]

মৌলবাদ বহুত্ব, সহনশীলতা,পার্থক্য এবং বিভিন্নতার বিরোধী।

মৌলবাদ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করতে পারে না। মৌলবাদ নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে যারা গ্রহণযোগ্য নয় তাদের বর্জন করে এবং সংকীর্ণতার জন্ম দেয়। এই ধরনের প্রেক্ষাপটে মানবাধিকারগুলি উন্নতি করতে পারে না। কারণ তা সর্বদা মৌলবাদীদের দ্বারা নির্ধারিত আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোর সাথে মানানসই ও শর্তযুক্ত। এর ফলে গণতন্ত্রের বিকাশে বাধা সৃষ্টি হয়, কারণ কোনো বিরোধী প্রস্তাবকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার জন্য উপস্থাপন করা যায় না। স্ব-সংকল্পের উন্নতি ঘটতে পারে না, কারণ বৃহত্তর সম্প্রদায়ের স্বার্থে অবশ্যই তথ্য ও বিকল্পগুলির উপর ভিত্তি করে একটি সমালোচনামূলক সংকল্প গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না এবং এটি আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা নির্দিষ্ট স্থিতিশীল ব্যবস্থাকে লঙ্ঘন করে।

মৌলবাদীরা সাধারণ কর্তৃত্বের ক্ষেত্রগুলিতে পুরুষতান্ত্রিক নেতৃত্বের প্রাধান্যকে যুক্তিযুক্ত করার চেষ্টা করে, যেন এটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় নারী পুরুষের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ করার পরিবর্তে স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে থাকে। একটি মৌলবাদী ব্যবস্থা তা ধর্মীয়, সামাজিক বা অর্থনৈতিক যাই হোক না কেন নিজের প্রতি অক্ষম বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে নিজেকে অক্ষত রাখার চেষ্টা করে। মৌলবাদী বিশ্বাস ব্যবস্থার সাথে নব্য উদারতাবাদ এবং আধিপত্যবাদী পুরুষতন্ত্রের অঙ্গাঙ্গী যোগ রয়েছে। 'Considering Fundamentalism' প্রবন্ধে মৌলবাদের আলোচনায় বলা হয়েছে –

> "It is helpful to see that neo-liberalism and hegemonic masculinity, like religious movements, also offer an ideological determinism much wanted in times of uncertainty. As belief systems, faith in the market or in hegemonic forms of masculinity offer security in the midst of diffusion and loss, even as they confirm adherents in their paranoia."[৩]

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটি একটি সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনা যার প্রভাবে মৌলবাদের সম্পূর্ণরূপে আধুনিকীকরণ ঘটেছে। মৌলবাদ হল আধুনিক বিশ্বের দ্রুত রূপান্তরিত সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতির বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব। বিশ্বায়ন হল প্রযুক্তি, বিশেষ করে যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে যুক্ত রূপান্তরের দ্রুত পরিকল্পনা। বিশ্বায়নকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মতো জাতীয় এখতিয়ারের ঊর্ধ্বে নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার উত্থান সহ বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান অনুশীলন দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। বিশ্বায়ন প্রভাবশালী ভোক্তা এবং গণ-বিনোদন মিডিয়াতে প্রবিষ্ট করা সাংস্কৃতিক নীতির সাথে সমস্ত সংস্কৃতির ব্যাপ্তিযোগ্যতার সাথে জড়িত, বিশেষ করে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে রপ্তানি করা হয়। বিশ্বায়নের মাধ্যমে একচেটিয়া পুঁজি ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি মৌলবাদকে পুষ্টি জোগায়।

একাত্মতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত। জাতীয়তাবাদ, সম্মিলিত পরিচয় গঠন এবং উদযাপনের সংশ্লিষ্ট রূপগুলি সেই প্রয়োজনের প্রকাশ।যখন এর দ্বারা ব্যক্তির উৎস, পরিচয়, মূল্যবোধ এবং সম্পর্ককে নিশ্চিত করা হয় তখন তাকে সবচেয়ে অর্থপূর্ণ বলে মনে হয়।

আমাদের সমাজে এমন সম্প্রদায়ের প্রয়োজন যা কেবল আমাদের প্রসঙ্গেই আমাদের নিশ্চিত করে না বরং এর নির্দিষ্ট সীমানাও রয়েছে। যে সম্প্রদায় সীমানা দ্বারা আবদ্ধ নয় তা আবেগগতভাবে অপ্রাসঙ্গিক। সীমানা নির্ধারণ করে দেয় কে ভিতরে আছে, কে বাইরে আছে এবং কে সিদ্ধান্ত নেয়– রাষ্ট্রের পক্ষে তাই নাগরিকত্ব। ব্যক্তি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে একটি সম্পর্ক রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিষ্ঠানগুলিতে মূর্ত। যখন নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদীরা সদস্যপদ বা নাগরিকত্ব নির্ধারণের জন্য রাষ্ট্রের মতো ক্ষমতা দাবি করেন, তখন তারা কে ভিতরে আছে তা নির্ধারণ করার জন্য একটি সম্পর্কগত ধারণার চারপাশে সীমানা আঁকে। যখন জাতিগত বিশুদ্ধতা বা সাংস্কৃতিক ধারণার চারপাশে আবর্তিত হয়, তখন বিশুদ্ধতা পরিশোধনের ছাঁকনিটি খুব সূক্ষ্ম এবং খুব সমস্যাযুক্ত হয়ে ওঠে। এবং যাদেরকে বিদেশীয় সম্প্রদায় হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তারা সম্প্রদায়ের পরিশোধন ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না।

যে কোন অস্তিত্বশীল মানব সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বর্ণনার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী হিসাবে চিহ্নিত হয়। এবং জাতীয়তাবাদ প্রায়শই তার সহযোগী লক্ষণসূচক বৈশিষ্ট্য হিসাবে বেছে নেয় একটি পৌরাণিক অতীতকে যা সমসাময়িক সম্প্রদায়ের কাছে হারিয়ে গেছে। যে পৌরাণিক অতীতের দ্বারাই কখনও কখনও সম্প্রদায়ের মান নির্ধারণ করা হয় যা কয়েকজনের কাছে পরিচিত এবং সাংস্কৃতিক বা জাতীয় পুনর্জন্মের নামে অনেকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সংক্ষেপে জাতীয়তাবাদ হল একটি প্রতারণাপূর্ণ ধারণা এবং রাজনৈতিক অনুমানের সমষ্টি যা রাজনৈতিক ক্ষমতার শক্তিতে ও আত্মসংকল্পের উগ্রতায় প্রতিষ্ঠিত।

যখন অতীতের ব্যাখ্যা বা ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের অনুকরণ করা হয় তখন তা কোন ধর্মনিরপেক্ষ চর্চা নয়। বাছাই করা বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্ত নেয় এবং তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা টিকে থাকে, বাকিরাও তাদের সিদ্ধান্তে সম্মতি দেয়। সুতরাং জনসাধারণের বা সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ক রাজনৈতিক কর্মসূচির মঞ্চ তৈরি করে যা অপরিহার্যভাবে জাতীয়তাবাদী আখ্যানের দ্বারা বর্ণিত হয়। কল্পিত ইতিহাস এবং সমস্ত ইতিহাস বাছাই করা স্মৃতি এবং কল্পনা থেকে উদ্ভূত হয়, রাজনৈতিক ও প্রচলিত মতামতের দ্বারা এবং এই বিবরণগুলো রাজনৈতিক কার্যাবলীরও ইঙ্গিত দেয়। ঐতিহ্যগত মূলনীতি গুলোকে সাম্প্রতিক সমাজ জীবনের অন্তর্ভুক্ত করে এবং যে কোন রকম সামাজিক দায়বদ্ধতাগত সমালোচনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে।

জাতীয়তাবাদ তার নিজস্ব প্রসঙ্গ থেকে রঙ নিয়ে রঞ্জিত হয়। মৌলবাদ অনেক সময় জাতীয়তাবাদের মধ্যে লীন হয়ে যায় এবং জনসাধারণের মধ্যে ভাবাদর্শ, সংস্কৃতি এবং জাতিগত ব্যাপার মিশিয়ে দেয়। জাতীয়তাবাদ কিছু বৈশিষ্ট্য মৌলবাদের সঙ্গে যৌথভাবে ভাগ করে নেয়। জাতীয়তাবাদীরা দেশের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে অবশ্যম্ভাবী রূপে প্রয়োজনীয় একটি সম্প্রদায় হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদ জনসাধারণ ও বহুজাতিক রাষ্ট্রের কাছে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। জাতীয়তাবাদ আত্মপরিচয় এবং সঙ্কীর্ণ পরিসরের ক্ষেত্রে ইতিবাচক বোধ তৈরি করতে পারে। যখন তা কোন কিছু মূল্যায়ন করে এবং কাউকে ইতিহাস থেকে মুছে দিতে চায়, যখন এটা কল্পিত এবং পৌরাণিক উপাদান উত্থাপন করে কারও জন্য এবং বিচ্ছিন্ন করে দেয় অন্যদের যা অপ্রাসঙ্গিক, খারাপ, যা অত্যাচারকে নাটকীয় করে এবং আক্রমণাত্মক পরিবেশ তৈরি করে রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা। এই ধরনের সংস্কৃতি জাতি রাষ্ট্র তৈরি করার চেষ্টা করে।

জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক নীতি হিসাবে জাতি এবং রাষ্ট্রকে মিলিয়ে দেওয়ার কথা বলে। সাধারণত জাতীয়তাবাদ একটি আঞ্চলিকভাবে আবদ্ধ, রাজনৈতিকভাবে নির্মিত সত্তার প্রতি একটি আত্মসচেতন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আনুগত্যের অনুভূতি যা রাষ্ট্র নামে পরিচিত এমন একটি সত্তা তৈরির ধারণাকে বোঝায়। জাতীয়তাবাদ হল সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা এবং সেগুলি অর্জনের জন্য সীমান্ত রক্ষণাবক্ষেণের বিষয়ের উপর জোর দেয়। জাতি একটি কল্পনাপ্রসূত সম্প্রদায়। এটি প্রকৃত মানব সম্প্রদায়ের অভাবের কারণে বিদ্যমান মানসিক শূন্যতা পূরণ করতে পারে। জাতীয়তাবাদ নির্ভর করে জাতির একটি কর্তৃত্বমূলক ধারণার উপর যা সাধারণত ভাষা এবং জাতিসত্তাকে অন্তর্ভুক্ত করে। বিশেষভাবে ঔপনিবেশিক সমাজে ভাষা অনেক সময় রাজনৈতিক আধিপত্য বা রাজনৈতিক প্রতিরোধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু জাতিসত্তাকে সংস্কৃতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেহেতু সংস্কৃতি হল সামাজিক বিষয়, জৈবিক

বা বংশগতির বিষয় নয়। জাতিসত্তা তার ধারণার প্রবর্তনে অবদান রাখতে পারে যাকে 'প্রোটো নেশন' বলা যেতে পারে। কারণ এটি এমন একটি জনসংখ্যাকে আবদ্ধ করতে কাজ করে যেগুলি শারীরিকভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং যেখানে একটি সাধারণ রাজনীতির অভাব রয়েছে। জাতিগত সম্প্রদায়ের চিহ্নিতকারী লক্ষণগুলি বর্ণবাদী অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হয়, যাতে দৃশ্যমান পার্থক্যগুলি প্রায়শই আমাদের এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করতে বা পার্থক্য শক্তিশালী করতে ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রেণি, উপনিবেশিকতা এবং সাম্রাজ্যবাদের শোষণমূলক শক্তি সম্পর্কের সাথে যুক্ত না হলে জাতিগত এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে সামনে রেখে কখনো রাজনীতির জন্ম হয় না।

জাতীয় পরিচয় কিছু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত হয় যেমন ঐতিহাসিক সীমানা, প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী, ইতিহাস, সাধারণ সংস্কৃতি, বৈধ অধিকার এবং কর্তব্য। এছাড়া নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে একটা সাধারণ অর্থনীতি চালু থাকে। সমষ্টিগত চেতনা আরোপ করা হয় জাতিগত সম্প্রদায়ের উপর, প্রাচীন বংশ ধারার পুরাণ, কিছু ঐতিহাসিক স্মৃতির অংশীদার হওয়া, সাধারণ সংস্কৃতির পার্থক্যসূচক উপাদান, জন্মভূমি এবং অভ্যন্তরীণ সংহতির চেতনাকে ব্যপকভাবে প্রচার করা হয়। জাতীয়তাবাদ জাতিকে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি তে যুক্ত করে, কখনও কখনও ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের বিরোধিতা করে। জাতিগত সম্প্রদায়ের সংকেত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে একটি নামে উদ্ভাসিত সম্মিলিত চেতনা, সাধারণ বংশের মিথ, ঐতিহাসিক স্মৃতির অংশীদার হওয়া, সংস্কৃতির পার্থক্যকারী উপাদান, একটি স্বদেশ এবং অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতির ব্যাপকভাবে ভাগ করে নেওয়া অনুভূতি।বিখ্যাত ভারতীয় ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বলেছেন –

> "Nationalism meant differentiating between the nation and the state, and it was clear that no government could take upon itself the rights of a nation. Sovereignty resides with the nation and not with the government. A nation reffered to the people that inhabited a territory who saw themselves as an evolved community created by drawing upon the range of communities that existed prior to the nation. It was based on a shared history, interests and aspirations frequently expressed in common culture that in turn drew from multiple cultures."[৪]

'এথনো-ন্যাশনালিজম' হল একটি রাজনৈতিক জাতীয় বক্তৃতা যা সাংস্কৃতিক ভাবে, ভৌগোলিক ভাবে ও রাজনৈতিক ভাবে আবদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট কার্যক্রম। জাতীয়তাবাদকে কৌশলগত সংগ্রাম বা বিষয়সূচি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, যেখানে একটি প্রদত্ত জাতি বা জাতীয়তা তার স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক অগ্রাধিকার, সমৃদ্ধি এবং নিছক ক্ষমতা প্রচার করতে চায়। জাতীয়তাবাদের নানা উপাদান রয়েছে যা মৌলবাদের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। 'গৌরবময় অতীত', 'অবক্ষয়ী বর্তমান' এবং 'কাল্পনিক অবাস্তব ভবিষ্যৎ' যা জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থানের সঙ্গে সংযুক্ত। জাতীয়তাবাদ সাধারণত শনাক্তকরণ, বিদেশিদের সম্বন্ধে অহেতুক ভয়, অসহিষ্ণুতা এবং সম্মিলিত গর্বের মুখোশ পরিধান করে। অন্য সকলের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রাধান্য ঘোষণা করে। এই ধরনের সম্মিলিত পরিচয় প্রতিক্রিয়াশীল, সঙ্কীর্ণমনস্ক এবং নৈতিকভাবে সন্দেহজনক। জাতির উন্নতির জন্য বাস্তবে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া হয় না। জাতীয়তা বা ভাষাগত আধিপত্য ভবিষ্যতের জন্য কোন নির্দেশনা প্রদর্শন করে না। এটি কেবল স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ এবং একই সঙ্গে অন্য সেই সকল মানুষদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যারা জাতিগতভাবে সংজ্ঞায়িত গোষ্ঠীকে হুমকি দেয়। তবুও জাতীয়তাবাদ বহিরাগত শক্তি, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শক্তির আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি মুক্তির ঘোষণা। উপনিবেশিকতা, দেশীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপের অবমাননা এবং উপনিবেশিক শক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সাধারণ প্রক্রিয়ায় উপনিবেশিক অধিবাসীদের অধীনস্থ, দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে গড়ে তোলে। জাতীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ তাই সত্যতা ও মর্যাদা প্রাপ্তির জন্য রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার মাধ্যমে একটি উপনিবেশিক শাসক বিরোধী কাঠামোর পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা। জাতির সাথে আত্মপরিচিতি হল আসলে সমষ্টির চেতনাকে প্রাধান্য দেওয়া। এখানে ব্যক্তিগত পুনর্জাগরণ এবং মর্যাদা প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করে জাতীয় পুনর্জন্মের মাধ্যমে।

সংস্কৃতি ব্যক্তি ও সমষ্টিগত পরিচয়ের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান যা কার্যত সকল সমাজে রাজনৈতিকভাবে অনুরণিত হয়। সংস্কৃতি হল সেই প্রেক্ষাপট যেখানে আমাদের ব্যক্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলা হয়। যেখানে উপনিবেশিক সম্পর্কের মতো সংস্কৃতিকে দমন করা হয়েছে। সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার এবং সংস্কৃতি থেকে প্রবাহিত রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরুত্থানের কৌশলগুলি একটি উপনিবেশিকতার বর্ণনার অংশ। বিশ্বজুড়ে স্বদেশী আন্দোলন একটি জাতীয়তাবাদ তৈরি করছে যা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির থেকে স্বনিয়ন্ত্রণের ন্যায্যতা হিসাবে পার্থক্য দাবি করে। একই সময়ে অধীনস্থ সংস্কৃতিগুলি বিভিন্ন ধরনের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যায় যা তাদের আমূল পরিবর্তন করে, এমনকি তারা অধস্তনতার সময় স্মৃতিতে ও অনুশীলনে স্পষ্ট হতে পারে। একটি দেশীয় সংস্কৃতি উপনিবেশিক শাসনের মধ্যে অনবরত এক ধরনের বেদনার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যায়, যে তাদের অস্তিত্ব সদা সংকটের মধ্যে রয়েছে। এই হুমকি প্রতিহত করার চিরস্থায়ী প্রয়োজনের মুখোমুখি হয়ে, খুব পুরানো ঐতিহ্যগুলিকে বাধ্য করা হয় সংস্কৃতির সুরক্ষায় নতুন ভূমিকা পালন করতে যা ঐতিহ্যের জন্ম দেয়। সাংস্কৃতিক পুনরুদ্ধারের সীমিত যে রাজনৈতিক প্রকল্পগুলি ঘোষিত রয়েছে সেগুলি অসম্পূর্ণ, বিতর্কিত বা ঐতিহাসিকভাবে কিছু দূরবর্তী সময়ে অবস্থিত। জাতীয় সংস্কৃতি আত্মনিয়ন্ত্রণের আকারে রাজনৈতিক মুক্তির দাবি বহন করে এবং সেই সাথে যারা এই বৃত্তে রয়েছে তাদের জন্য অর্থপূর্ণ মানব সম্প্রদায়ের সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করে। একটি নির্দিষ্ট পূর্ববর্তী সাংস্কৃতিক কাঠামোর সমসাময়িক পুনর্নির্মাণ দ্বারা প্রভাবিত পরিবর্তনের ফলে খাঁটি পরিচয় এবং রাজনৈতিক প্রতিরোধের জন্য সাংস্কৃতিক চর্চাকে পুনরুত্থিত করা হয়।

উপনিবেশমুক্ত দেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা যে পরিমাণে সাংস্কৃতিক আহ্বান থেকে উদ্ভূত হয়, সংস্কৃতি রাজনৈতিক সংগ্রামের একটি ক্ষেত্র হয়ে ওঠে এবং কারা কী উপায়ে বৈধ তা নির্ধারণকারী কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সংস্কৃতি বিদেশি ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা জাতি বা রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হতে পারে। এটি আত্মপরিচয়ের একটি উৎস হয়ে ওঠে, কখনও কখনও সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তন বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক আচরণের নিয়ম গুলিকে জোরদার করে। মৌলবাদের মত সংস্কৃতিও সমসাময়িক বিশ্বায়ন এবং যোগাযোগ ও তথ্য আদান প্রদানের প্রযুক্তির শক্তির দ্বারা আকার প্রাপ্ত হয় এবং আত্ম-পরিচয়ের একটি শক্তিশালী উৎস, সেই সঙ্গে খাঁটি অতীতের সাথে সংস্কৃতির সংযুক্তিকরণ ঘটে।

আধুনিক বিশ্বের বহু রাষ্ট্রের একমুখী অভিমুখ নেওয়ার মূলে রয়েছে জাতিগত, ধর্ম বা অন্য কোনো সাংস্কৃতিক চিহ্নের উপর ভিত্তি করে মৌলবাদের প্রবক্তারা যেহেতু মানুষের একমুখী পরিচয় বা সমরূপতা দাবি করে। বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি হল সেই প্লাটফর্ম যেখানে বহু জাতির বহুমুখী সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে– যেখানে বহু মানুষের বৈচিত্র্যময় বহুমুখী আত্মার উদযাপন অনুষ্ঠান হয়। এটি সম্ভবত বহু জাতির রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য যেখানে আমরা আমাদের পরিচয়ের বহুবিধটাকে স্বীকার করে নিই বা এই বহুবিধতা একটি প্রাকৃতিক বিষয় যা আমাদের দৈনন্দিন অস্তিত্বের অংশ যা সম্ভবত আমরা প্রকাশ করতে বা প্রতিফলিত করতে দ্বিধাগ্রস্ত হই না বা বাধা দিই না। এই বহুত্বের চিহ্ন বহনকারী বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির মধ্যে ভাষা ও সাহিত্য রয়েছে যেখানে অন্যদের সাথে আমাদের দৈনন্দিন বিনিময় পরিচালিত হয়।

তথ্যসূত্র :

১. Contesting Fundamentalisms. Carol Schick, Joann Jaffe, Alisa M.Watkinson, eds.2006, AAKAR BOOKS, Delhi, পৃ. ৮
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৪. ON NATIONALISM, Romiola Thappar, A.G. Noorani, Sadanand Menon, Aleph Book Copmany,2016, New Delhi, 110002, পৃ. ৩